নজরুলের কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জীবন ও গান

Nazrul's Life and Songs at the Calcutta Radio Station

গবেষণা শিরোনাম

নজরুলের কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জীবন ও গান

Nazrul's Life and Songs at the Calcutta Radio Station

গবেষক

দেবাশীষ বেপারী

সহকারী অধ্যাপক

সঙ্গীত বিভাগ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থবছর: ২০১৮-১৯

গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪

ভূমিকা

নজরুলের জীবন ও গানের ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের নাম বেতার পর্ব। গান রচনা ও সুর সৃষ্টির স্বর্ণোজ্জ্বল দিন অতিবাহিত হয়েছে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে আর গ্রামোফোন কোম্পানিতে। প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং কবি বন্ধু শ্রী নলিনী কান্ত সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় নজরুলের বেতারের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ। মূলত বেতার পর্বে রচিত নজরুলের গানগুলি বেশিরভাগই পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী। নতুন সাঙ্গীতিক ভাবনা, অপ্রচলিত সুর ভাবনা, ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট নিয়ে সেই বিষয়ের উপর গান রচনা করা এবং সর্বোপরি এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানেই তাঁর নীরব হয়ে যাওয়া! এ ঘটনাগুলির আলোকে নজরুলের কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জীবন ও গান কবির জীবনের আলোকময় এক অধ্যায় এবং এ শীর্ষক গবেষণা নজরুল প্রেমীদের, নজরুলকে জানতে আরও সহায়তা করবে বলে আশা রাখছি। তবে নজরুলের বেতার জীবন প্রসঙ্গে গবেষণায় সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়তে হয়েছে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কলকাতা বেতার কেন্দ্রের আকাশবাণী ভবনেও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি নজরুলের তৎকালীন দুর্লভ অনুষ্ঠানগুলি। নজরুলের বেতারের জীবন ও গান সম্পর্কিত তথ্য প্রদানকারী পত্রিকা 'বেতার জগৎ' এর গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলোর সংখ্যা সংগ্রহে নেই কর্তৃপক্ষের। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করছি প্রখ্যাত নজরুল গবেষক শ্রদ্ধেয় জনাব আসাদুল হক ও শ্রী ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের প্রতি। নজরুলের বেতার জীবন সম্পর্কে তাঁদের অসাধারণ গ্রন্থের জন্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সিদ্ধার্থ মাইথি ও নন্দিত উপস্থাপক তাপস বিশ্বাসের প্রতি, কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব আর্কাইভ ও লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। সর্বোপরি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের পরিচালক ড. বিজয় ভূষণ দাস ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি, যাঁরা আমাকে জাতীয় কবির জীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের গবেষণা কর্মের জন্য সহায়তা করেছেন। আমি আমার সাধ্যমত নজরুলের বেতার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অনুষ্ঠান ও গানগুলোকে গুছিয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ভবিষ্যতে আরো বৃহৎ পরিসরে, হয়তো আরও গবেষণা হবে এ বিষয়ে, সেই কর্ম ধারায় আমার এ লেখা সামান্যতম ভূমিকাও যদি রাখে, আমার গবেষণা সফল হবে।

দেবাশীষ বেপারী
সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৫ জুন, ২০১৯।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বেতার - ১

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস - ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেতারে কাজী নজরুলের ইসলামের অনুষ্ঠান সমূহ - ৬

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের কলকাতা বেতার কেন্দ্রের জীবন - ৮

নজরুলের হারানো গানের খাতা - ২০

নজরুলের বেতার জীবনের স্মৃতিচারণ - ২১

ব্যতিক্রমী কয়েকটি অনুষ্ঠান - ৩১

চতুর্থ অধ্যায়

বেতারে নজরুলের গান - ৭২

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার - ৯৪

নজরুল ও বেতার সম্পর্কিত কিছু ছবি - ১০০

প্রথম অধ্যায়

বেতার

পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বেতার একটি জনগুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় আবিষ্কারের মধ্যে বেতার একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। শুধু সংবাদ প্রচারে বেতার সীমাবদ্ধ নয় বরং এ পৃথিবীর তথ্যবহুল এবং বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠান বেতার প্রচার করে মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষের আনন্দের, বিনোদনের একমাত্র সাথী এই বেতার। বিভিন্ন রকম আনন্দ সহযোগে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বেতার মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করে থাকে। দূরের মানুষকে কাছে এনে দেয় বেতার, তার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দেশের মানুষের মধ্যে জনমত গঠনে বেতার অনবরত কাজ করে চলছে আজও। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সংস্কৃতি রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি সংগীত নাটক কৌতুকের সাথে নিমেষে মানুষের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। মূলত সর্বব্যাপী বিদ্যুৎ তরঙ্গের এক ধরনের খেলায় বেতার তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে। দেশ-দেশান্তরে যে গান গল্প কথাবার্তা প্রেরিত হয় তা এই বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। বেতার কেন্দ্রের স্টুডিওর মাইক্রোফোনের সম্মুখে কথা বললে অথবা গান গাইলে, তাতে অপেক্ষাকৃত কম গতির বিদ্যুৎ স্পন্দন তৈরি হয়, যন্ত্রের সাহায্যে এই বিদ্যুৎ স্পন্দন বহুগুণ বাড়িয়ে ট্রান্সমিটিং স্টেশনের প্রেরক যন্ত্রে পাঠানো হয়। এরপর উচ্চ হারে বিদ্যুৎ কম্পন সৃষ্টি করে, প্রেরক যন্ত্র সেই ধ্বনিকে এরিয়াল বা এন্টেনার মাধ্যমে মহাশূন্যের চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ তখন গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়ালে (এ্যান্টেনায়) এসে ধরা দেয়। তখন আমরা রেডিও সেটে শুনতে পাই স্টুডিওর সেই গান, কবিতা, নাটিকা, ঘোষণা।

তারবিহীন যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যমের নাম বেতার। তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য বেতারে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। ইতালির তরুণ বিজ্ঞানী গুলিয়েলমো মার্কোনি ১৮৯৮ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে সর্বপ্রথম রেডিও আবিষ্কার করেন। তখন থেকে বাণিজ্যিকভাবে রেডিওর প্রচলন শুরু। রেডিওর সর্বপ্রথম সম্প্রচার শুরু হয় আমেরিকাতে ১৯২০ সালে। তবে মার্কোনিরও আগে ১৮৯৪ সালে বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন রেডিওআবিষ্কারের জন্য, এবং সে কৌশল সবাইকে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে পৃথিবীতে সেটাই ছিল বিনা তারের প্রথম বার্তা প্রেরণ। জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল উদ্ভিদ ও তড়িৎ চৌম্বক। তিনি জীবনের এক পর্যায়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। জগদীশচন্দ্র বসু ছাড়াও হার্জ, অলিভারলজ, ফ্যারাডের রেডিও আবিষ্কারের পেছনে অবদান রয়েছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় রেডিও বর্তমানে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় একটি গণমাধ্যম। প্রযুক্তির আধুনিকায়নের

কল্যাণে বেতার বা রেডিও অভাবনীয় বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে এ এম রেডিও (Am Radio- Amplitude modulation Radio), এফএম রেডিও (Fm Radio- Frequency modulation Radio), কমিউনিটি রেডিও, ইন্টারনেট ভিত্তিক বা অনলাইন রেডিও নামে চার ভাবে রেডিও শুনতে পাওয়া যায়। রেডিও আবিষ্কার এর শুরুতে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে রেডিও অনুষ্ঠান শোনা যেত কিন্তু বর্তমানে একটি স্টেশন থেকে পৃথিবীব্যাপী বেতার অনুষ্ঠান শোনা যাচ্ছে। কলকাতা বেতার কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ বেতার প্রথমে এএম রেডিও সিস্টেমে তাদের সম্প্রচার করতো। এই এ এম রেডিওর সম্প্রচার এলাকা বেশ বড় এবং ব্যাপক। এই ধরনের রেডিও রেঞ্জ অনেক বেশি এবং এর ট্রান্সমিশন এরিয়া অনেক বড়। শক্তিশালী টাওয়ারের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হতো অনুষ্ঠান, কিন্তু সমস্যা হল এম রেডিওর উপস্থাপক বা ঘোষকরা একই সাথে বেশি কথা বলতে পারত না। কথার লয় বা গতি কম থাকতো। প্রযুক্তির দুর্বলতার কারণে এই পদ্ধতিতে সম্প্রচার করলে কথা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

যেমন:----- আকাশবাণী---- কলকাতা-----সুপ্রভাত----- শ্রোতাবন্ধুরা----। এ কথাগুলি যদি দ্রুত বলা হত তাহলে শুধু প্রথম এবং শেষের শব্দ শোনা যেত, মাঝখানে শব্দ হারিয়ে যেত। প্রযুক্তির আধুনিকতায় এফএম রেডিও চালু হওয়ার ফলে এখন উপস্থাপকরা খুব দ্রুত গতিতে যে কোনো ঘোষণা দিতে পারেন তবে এফএম রেডিওর একটি বড় সমস্যা হল এই রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি খুবই কম। মাত্র ১০০ কিলোমিটার এর মধ্যে এফএম রেডিও সকল অনুষ্ঠান শোনা যায়। অথচ এফএম রেডিও বর্তমান সময়ে সব থেকে বেশি জনপ্রিয়। কমিউনিটি রেডিও মূলত কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য। কমিউনিটি রেডিওতেও দ্রুত কথা বললে কোন অসুবিধা হয় না। তবে আধুনিক যুগের সবথেকে বড় আবিষ্কার হচ্ছে অনলাইন রেডিও এটি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে ইন্টারনেটের কল্যানে একটি আধুনিক তরঙ্গের মাধ্যমে শোনা যায়। টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি যেকোনো তার বিহীন যোগাযোগের মূলনীতি হচ্ছে বেতার। বেতার তরঙ্গ অনুসরন করেই এদের সম্প্রচার সম্পন্ন হয়।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস

ভারতের জাতীয় গণমাধ্যম 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' বা আকাশবাণী। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' মূল নীতিবাক্য হিসেবে সামনে রেখেছে এ বেতার কেন্দ্র। 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র প্রধান কার্যালয় নতুন দিল্লী। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে অবস্থিত আকাশবাণী ভবনে বর্তমানে আকাশবাণী কলকাতার কার্যালয় । ১৯২৭ সালের কলকাতা বেতার, আকাশবাণী হয়ে উঠেছে ১৯৪৭ সালে। এই গণমাধ্যমটির দীর্ঘ পথ চলার ইতিহাসে শ্রোতা ও পাঠককে নিয়মিতভাবে বেতার অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানিয়েছে যে পাক্ষিক পত্রিকা তার নাম---- 'বেতার জগৎ'। মূলত আকাশবাণীর অন্দর মহলের ইতিহাস তেমনভাবে সংরক্ষিত হয়নি। বেতার জগৎ এর বদৌলতে কিছু স্মৃতিচারণ মূলক প্রবন্ধ, কিছু বেতার কর্মীদের কাজের অভিজ্ঞতা মুলক লেখালেখি ছাড়া গঠনমূলক লেখা কমই পাওয়া যায়। বেতার জগৎ ১৯২৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে পাক্ষিকভাবে তার পথ চলা শুরু করে। বেতারের অনুষ্ঠান সূচি ছাপা হতো এই পত্রিকায়, এছাড়াও ছিল প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা কথাসাহিত্য, নির্বাচিত পাঠ, গীতি– আলেখ্য কথিকা প্রভৃতি। কাজী নজরুল ইসলাম বেতারে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন, সে সম্পর্কেও খুব বেশি তথ্য নেই। তবে যেটুকু রয়েছে বেতার জগতে প্রকাশিত আর সেই সময়কার ঘনিষ্ঠ জনদের স্মৃতিচারণ থেকে পাওয়া। কলকাতা বেতার ও কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বহনকারী কালের সাক্ষী বহু উপাদান সঠিক সংরক্ষণের অভাবে, অবহেলায়, উদাসীনতায় এবং অজ্ঞতার কারণে হারিয়েছি আমরা। নজরুলের বেতার জীবনের সব স্মৃতি আজ অমূল্য রত্নে পরিণত হতে পারত। ১৯২৭ সালে ২৬ শে আগস্ট বেসরকারি রেডিও ক্লাবের উদ্যোগে সর্বপ্রথম অল ইন্ডিয়া রেডিও বেতার সম্প্রচার শুরু করেছিল কলকাতার ১ নং গারস্টিন প্লেসের বাড়িতে ।"প্রথম দিনে বাংলা অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আবৃত্তি), দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রসঙ্গীত), কৃষ্ণচন্দ্র দে (খেয়াল), হীরাবাঈ (ঠুংরী), এস, দাস (হামোনিয়াম), নৃপেন্দ্র মজুমদার (ক্ল্যারিনেট)। এরপর হতে বেতারের অনুষ্ঠান দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়েছে।"[১] পরবর্তীতে অনুষ্ঠান প্রচারের লক্ষ্যে ১৯৩৬ সালে ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে অল ইন্ডিয়া রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর অল ইন্ডিয়া রেডিওর ৬ টি সম্প্রচার কেন্দ্র সহ ১৮ টি ট্রান্সমিটার সম্বলিত ছিল। সে সময় এ বেতার কেন্দ্র মোট জনসংখ্যার ১১% এবং মোট ভৌগোলিক পরিসীমার ২.৫% চাহিদা পুরণ করতে পারত। বর্তমানে অল ইন্ডয়া রেডিও সম্প্রচার সেবা দিচ্ছে ৯৯.১৩% জনসংখ্যাকে এবং এর ভৌগলিক পরিব্যাপ্তি ১৯.৪২%। বর্তমানে ২১৫ টি সম্প্রচার কেন্দ্র সহ ১৪৪ টা মিডিয়াম ট্রান্সমিশন (মিডিয়াম ওয়েভ), ৫৪ টি হাই ফ্রিকোয়েন্সি (শর্ট ওয়েভ) এবং ১৩৯ এফএম ট্রান্সমিশন রয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ২৪ টি ভাষায় ও ১৪৬ টি আঞ্চলিক ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। আন্তর্জাতিক শ্রোতাদের জন্য ১০ টি বিদেশী ভাষা, ১৭ টি ভারতীয়

ভাষা সহ সর্বমোট ২৭ টি ভাষায় বেতার সম্প্রচার চলছে। ভারতের সরকারি বেতার সংস্থা অল ইন্ডিয়া রেডিওর তত্ত্বাবধানে 'আকাশবাণী মৈত্রী' নামে বাংলা ভাষার আর একটি বহির্দেশীয় স্টেশনও রয়েছে। 'দুই বাংলার মনের কথা' স্লোগানকে সামনে রেখে আকাশবাণী মৈত্রীর পথ চলা শুরু। কলকাতার রাজভবন থেকে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ২৩ শে আগস্ট ২০১৬ সালে আকাশবাণী মৈত্রীর সম্প্রচার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। মূলত ২০১৫ সালের ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকালে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দুই দেশের মধ্যে একটি রেডিও স্টেশন চালুর বিষয়ে ঐক্যমত হয়। এই চুক্তির ফলস্বরূপ বর্তমানে বাঙালি সংস্কৃতির সংযোগ স্থলে পরিণত হয়েছে আকাশবাণী মৈত্রী। প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা করে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে এই চ্যানেলটি। সম্প্রচার এলাকা' হিসেবে ভারতের কলকাতা ও বাংলাদেশ অঞ্চল নির্ধারিত। বাংলাদেশ ও ভারতের বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি বিশেষ সম্প্রচার পরিষেবা।

অল ইন্ডিয়া রেডিও,আকাশবাণী কলকাতা, কলকাতা বেতারে কাজী নজরুল ইসলামের অনুষ্ঠান যোগদান সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বেতারের ইতিহাস তথা এ উপমহাদেশে বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস সম্পর্কে জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কোথায় কখন সর্বপ্রথম এ বেতার প্রথা চালু হয়েছে তা জেনে রাখা ভালো। এই উপমহাদেশে বেতার প্রথা চালুর ইতিহাস প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক আসাদুল হক তার নজরুল যখন বেতারে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন---- "ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ধ্বনি-বিস্তার আরম্ভ হয় মাদ্রাজ নগরে। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সীর রেডিও ক্লাব ১৯২৪ সালে নিয়মিতভাবে মাদ্রাজ থেকে প্রাগ্রোম পাঠাতে শুরু করে। ১৯২৭ সালে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (Indian Broadcasting Company) স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বাম্বোই ও কোলকাতাই ছিল এই কেন্দ্রের প্রাপক কেন্দ্র। ১৯৩০ সনে ব্রডকাস্টিং ভারত গভর্নমেন্টের অধীনে আনা হয় এবং ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (Indian State Broadcasting Service) নামে কোলকাতা ও বাম্বোই থেকে বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। ১৯৩৬ সনে বি.বি.সি-র মি, কাক (MR. KARK) নামে একজন অভিন্ন কর্মচারী ভারত গভর্নমেন্টের নির্দেশে ভারতবর্ষে আসেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ব্রডকাস্টিং-এর একটি পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বি.বি.সি-র ইঞ্জিনিয়ার মি, গয়ডর-এর (MR.C.W. GOYDER) তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের বড় নয়টি স্থানে বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সনে ইন্ডিয়ায় ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (Indian Broadcasting Service) নাম বদলিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও (All India Radio)। নাম করণ করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত মাদ্রাজ কর্পোরেশন, মাদ্রাজ বেতার কেন্দ্রটি নিয়মিত ভাবে চালিয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৮ সন থেকে অল-ইন্ডিয়া রেডিও মাদ্রাজ স্টেশনের ভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গ সমকালের একজন শিল্পী যিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্র স্থাপনের সাথে সাথেই কলকাতা বেতারে যোগদান করেছিলেন, তার স্মৃতিকথা থেকে কলকাতা বেতার স্থাপন ও প্রথম দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের কিছু কথা জানা

যায়। সেই স্মৃতিকথার কিছু অংশ সুধী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে উদ্ধৃত করছি "ক্যালকাটা কলিং" ১৯২৭ সনের ২৬শে আগস্ট। যাদের বাড়ীতে বেতারের গ্রাহক যন্ত্র ছিল তাদের লাউড-স্পীকারের ভিতর দিয়ে হঠাৎ আওয়াজ বেরোয়, 'ক্যালকাটা কলিং' কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের সর্ব প্রথম ঘোষণা।"[২]

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের বেতার অনুষ্ঠান

নজরুল বেতার যোগদান করেছিলেন ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে। এ সময় থেকেই নজরুল বেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান, যার প্রমাণ পাই আমরা তাঁরই লেখা চিঠির মাধ্যমে। নজরুলের অত্যন্ত কাছের মানুষ, বন্ধু হিসেবে নজরুল জীবনে যাঁদের পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবথেকে ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক, প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ কাজী মোতাহার হোসেন। বেতারে যোগদান ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে মোতাহার হোসেনকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন নজরুল। সে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত জানবো। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কাজী নজরুল ইসলাম বেতারে যোগদান করেন সরাসরি ভাবে। উৎসব পার্বন উপলক্ষে বিভিন্ন রকম গীতি আলেখ্য রচনা করে বেতারে প্রচার করেছেন নজরুল । লুপ্তপ্রায় বা হারিয়ে যাওয়া রাগরাগিণীর ওপর বেতারে হারামণি নামে একটি নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করতেন। এছাড়া ছিল নবরাগ মালিকা নামক নজরুলের নিজের সৃষ্ট রাগের উপর গানের একটি অনুষ্ঠান। তখনকার সময় বেতারে তিনটি অনুষ্ঠান সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ছিল; নবরাগ মালিকা---- হারামণি----গীতি বিচিত্রা। লুপ্তপ্রায় প্রচলিত অপ্রচলিত, হারানো, নতুন সৃষ্ট রাগ নিয়ে বিশ্লেষণমূলক একের পর এক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে গেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের যে সমস্ত অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলাম সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম নিম্নরূপ :

হরপ্রিয়া, মেল মেলন, ছন্দিতা, কাফেলা, পদ্মার ঢেউ, ষঠ ভৈরব, পঞ্চাঙ্গনা, সারঙ্গ রঙ্গ, যাম যোজনায় কড়িমধ্যম, আকাশবাণী, মা এলোরে, গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ, ইরানের স্বপ্ন, অভিমানিনী, যুগল মিলন, অতনুর দেশ, বর্ষা মোদের প্রাণ, হিন্দোলা, আগমনী, গুলবাগিচা, হাতের রেখা দেখে গননা আমার একটি শখ (কথিকা) প্রভৃতি।

আকাশবাণী কলকাতার উত্তরোত্তর সাফল্যের সঙ্গে বাংলা গানেও সাফল্য ও সমৃদ্ধি এনেছিল কাজী নজরুল ইসলাম। বেতার অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে গবেষণাধর্মী গান রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন নজরুল। নজরুলের গান রচনার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রামোফোন কোম্পানির পরেই বেতারের স্থান। সে কারণে স্বভাবতই অসংখ্য বেতার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বাঙালির প্রিয় কবি নজরুল। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নজরুলের অনেক বেতার অনুষ্ঠান আমাদের কাছে তমসাচ্ছন্ন। নজরুলের বেতার জীবন সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে কলকাতার আকাশবাণী ভবনে, বেতার

জগৎ পত্রিকা পরিদর্শনের সময় এই অপ্রতুলতা আরো বেশি স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারপরও আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থাগারে গিয়ে 'বেতার জগৎ' নামক মহামূল্যবান বেতার বিষয়ক পত্রিকা দেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে নজরুল যেসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মনমুগ্ধকর গান রচনা করেছিলেন তা নিম্নরূপঃ

ছন্দ শিক্ষা বর্ণমালা, জীপসীদের সঙ্গে, ভারতীয় বীরঙ্গনা বক্তৃতা, কবিতার ছন্দ বক্তৃতা, মহুয়া, গীতি নাট্য কাবেরী তীরে, গীতিনাট্য দেবী স্তুতি, সংগীতালেখ্য বিজয়া, গীতিআলেখ্য উদাসী ভৈরব, সংগীতালেখ্য রক্তজবা, নাটক সিরাজউদ্দৌলা, সংগীতালেখ্য হরপ্রিয়া, প্রবাহ, কচুরীপানা, সংগীতানুষ্ঠান মেল মেলন, সংগীতালেখ্য অতনুর দেশ, বাংলার গ্রাম, জাগো সুন্দর চির কিশোর, কবিতাপাঠ, ইরানের স্বপ্ন, ঝড়ের রাতে (নাটক), গীতি নকশা সারং রঙ, সাওন্ত সারং, বাসন্তী কুঞ্জ, সুগোপন (নাটিকা), সংগীতালেখ্য যাম যোজনায় কড়ি মধ্যম, গীতিআলেখ্য এসো মা, আকাশবাণী, হিন্দোলা, ঝুলন, যাযাবর, আগমনী, গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের কথা, অভিমানিনী, যুগল মিলন, গুলবাগিচা গজল গীতিবিচিত্রা, গীতি আলেখ্য ইদজ্জোহা, কলহ, ষঠ ভৈরব, বঙ্কিমচন্দ্র (একটি কথিকা), পদ্মার ঢেউ, এসোমা, রূপানুরাগ, আবীর কুমকুম, কাফেলা, হাতের রেখা দেখে গননা আমার একটি শখ (কথিকা), পঞ্চাঙ্গনা গীতি আলেখ্য, শারদশ্রী, প্রহর পরিচায়িকা, গীতি আলেখ্য ঈদ, ঠুংরীর জলসা, হরপার্বতী নাটক, ছোটদের আসরে নজরুলের গান, ঢাকা বেতারে নজরুলের পূর্বাণী গীতিআলেখ্য, যুগল মিলন, কলহ ও কলহান্তরিতা, নবরাগ মালিকার-তিনটি অনুষ্ঠান, হারামণি (এক) আহির ভৈরোঁ,হারামণি (দুই)আনন্দ ভৈরব, হারামণি (তিন) বসন্ত মুখারী, হারামণি (চার) সৌরাষ্ট্র ভৈরব ঠাট, হারামণি (পাঁচ) বিরাট ভৈরব, হারামণি(ছয়) শিবমত ভৈরব, হারামণি (সাত) বাঙ্গাল ভৈরব, হারামণি (নয়) ধানেশ্রী ভৈরব, হারামণি (দশ) প্রতাপ বরালী, হারামণি (এগারো) পটমঞ্জরী, হারামণি (বারো) রামদাসীমল্লার, হারামণি(তের)ভিখার, হারামনি(চৌদ্দ) নভরোচিকা, হারামনি(পনেরো)রক্তহংস সারঙ্গ, হারামণি (ষোল) হর্ষ কানাড়া, হারামণি(সতেরো) বসন্ত পঞ্চম, হারামণি (আঠারো) নীলাম্বরী, হারামনি (বিশ) ঝিঁঝিট, হারামণি(চব্বিশ) দেওরঞ্জনী, হারামণি(ছাব্বিশ) আনন্দী, হারামণি (ঊনত্রিশ) শ্রী রঞ্জনী, হারামণি (তেত্রিশ) রাগ ভূপাল প্রভৃতি।